প্রথম আলো

তারিখ 02 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

সচেতন শিক্ষকসমাজের সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের ৯০ শতাংশ অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে তো ত্রুটি আছেই, সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ প্রধান অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। তাঁদের অনেকে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। কেউ কেউ তদন্তে প্রমাণিত দুর্নীতিবাজ। অথচ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষা সেবার উৎস এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সচেতন শিক্ষকদের সংগঠন 'সচেতন শিক্ষক সমাজ' আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ও দুর্নীতিবাজ প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের হাত থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচানোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক পাবনা সিটি কলেজের প্রভাষক শামসুন্নাহার। বক্তব্য দেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। প্রভাষক মঞ্জুরুল হক, পাবনা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আতিকুল্লাহ, রাশেদ হোসেন হারুন, পারভীন আরা, খিদিরপুর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আখেরউদ্দিন খান প্রমুখ।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় নৈরাজ্য চলছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পরিষদ যেভাবে গঠিত হওয়ার কথা সেভাবে হচ্ছে না। ফলে নিয়োগ এবং ভর্তি নিয়ে চলছে বাণিজ্য। আমরা সুশাসনের জন্য আন্দোলন করছি। কিন্তু শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে আর কোথাও সুশাসন আনা যাবে না।' তিনি বলেন, যে লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেই লক্ষ্যও পূরণ হয়নি।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের প্রায় ৮০ ভাগ শিক্ষাসেবা দেয় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া সব প্রতিষ্ঠানই নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। প্রশাসনে স্বচ্ছতার অভাব, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ খাত থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা থেকে সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে। স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের যে রাজত্ব চলছে এ খাতে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এখানকার প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের প্রায় ৯০ ভাগই অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। এর মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ প্রতিষ্ঠানপ্রধান অবৈধ নিয়োগের পাশাপাশি চরম দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানপ্রধানের পেছনে স্থানীয় রাজনৈতিক গডফাদারের আশীর্বাদ থাকায় তাঁরা যা খুশি তা করে থাকেন।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, সামান্য কারণে পাবনা কলেজের একজন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করেন সেই কলেজের অধ্যক্ষ। খিদিরপুর ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুসরণ করা হয়নি। পাবনা সিটি কলেজের অধ্যক্ষের নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ প্রমাণ করে স্থানীয় প্রশাসনকে মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিলেও পরিচালনা পরিষদের অসহযোগিতার কারণে সে নির্দেশ বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

অন্য বক্তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে এর প্রতিকার দাবি করেন। তাঁরা বলেন, যেহেতু সরকার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতভাগ বেতন দিচ্ছে, নিয়োগের জন্য আলাদা কমিটি করেছে, তদন্তের কাজও যেহেতু সরকারের মন্ত্রণালয় ও প্রশাসন করে থাকে, সেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন বাস্তবায়নের দায়িত্বও যেন সরকার গ্রহণ করে।